(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-২
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০০০.০১.১৫৩.১৯.১৭৩

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪২৬
১৫ অক্টোবর ২০১৯

বিষয়: **রিট পিটিশন নং-৯০৮/২০১৯ মামলায় আর্জির আলোকে মতামত প্রেরণ।**

সূত্র: হাইকোর্ট বিভাগের রুল নিশি জারির আদেশ, তারিখ: ২৮.০১.২০১৯ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকেমহোদয়ের সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মো: নজরুল ইসলাম, পিতা: মো: হারুনুর রশিদ, গ্রাম: তেতুলিয়া, থানা: বাঘা, জেলা: রাজশাহী (এনটিআরসিএ রোল নং-২১৭১০৮৪৯, রেজি নং-৮০০০৬৯৮৫/২০০৮, এনটিআরসিএ পরীক্ষা-৪র্থ) এবং অন্যান্য কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৯০৮/২০১৯ দায়ের করা হয়েছে।

০২. উক্ত মামলায় সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয় মহোদয়-কে ১নং রেসপনডেন্ট, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় মহোদয়-কে ২ নং রেসপনডেন্ট, চেয়ারম্যান, এনটিআরসি-কে ৩ নং রেসপনডেন্টসহ মোট ৫ (পাঁচ) জনকে রেসপনডেন্ট করা হয়েছে।

০৩. রুল নিশি জারির আদেশটি পর্যালেচনা করে দেখা যায় যে, আবেদনকারী জনাব মো: নজরুল ইসলাম কর্তৃক এনটিআরসিএ-এর সমন্বিত জাতীয় মেধা তালিকা অনুযায়ী নিয়োগ প্রাপ্তির দাবীতে এবং জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১১.৬-কে চ্যালেঞ্জ করে রিট পিটিশন নং-৯০৮/২০১৯ মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

০৪. "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮" এর ১১.৬ অনুচ্ছেদটি নিম্ন রূপ:

"বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (মাদ্রাসা) শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকুরিতে প্রথম প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর। তবে সমপদে বা উচ্চতর পদে নিয়েগের ক্ষেত্রে ইনডেক্সধারীদের জন্য বয়সসীমা শিথিলযোগ্য। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ ৬০ (ষাট) বছর বয়স পর্যন্ত প্রদেয় হবে। বযস ৬০ বছর পূর্ণ হবার পর কোন প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠান প্রধান/সহ: প্রধান/ শিক্ষক-কর্মচারিকে কোন অবস্থাতেই পূন: নিয়োগ বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া যাবেনা।"

০৫. বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় যে, মামলাটি ২৭.০১.২০১৯ খ্রি: তারিখে ফাইলড হয়েছে। মামলাটি ফাইলিং এর পরে ২১.০৪.২০১৯ খ্রি: থেকে ২৯.০৮.২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত মোট ৫২ কার্যদিবস হেয়ারিং এর জন্য ধার্য ছিল। ওয়েবসাইটের তথ্যমতে মামলাটি Annex Building Court No.25-এ আছে।

০৬. মামলাটি বাংলাদেশ সরকারের একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্তে। সে কারণে মামলাটি বিষয়ে সরকার পক্ষে জবাব (*Affidavit in opposition*) আদালতে দাখিলসহ জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

০৭.এমতাবস্থায়,যেহেতু"বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ টিএমই

ডি এর মাদ্রাসা উইং থেকে জারী করা হয়েছে। এবং যেহেতু মামলাটি বিষয়ে সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষে মহামান্য আদালতে প্রমাণকসহ যথাযথ জবাব (*Affidavit in opposition*) দাখিলে হওয়া প্রয়োজন সেকারণে কোন প্রেক্ষিতে এবং কী কী বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ১১..৬ অনুচ্ছেদ প্রণয়ন করা হয়েছে সেবিষয়েআর্জির আলোকে আগামি ২৮.১১.২০১৯ খ্রি: তারিখের মধ্যে মতামত প্রেরণের জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৫-১০-২০১৯

ড. মো: মহাতাব হোসেন
সংযুক্ত কর্মকর্তা (আইন)

অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা উইং)

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.০০০.০১.১৫৩.১৯.১৭৩/১(৭)

তারিখ: ৩০ আশ্বিন ১৪২৬
১৫ অক্টোবর ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

২) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।

৩) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৪) সিসটেম এ্যানলিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৫) যুগ্ম-সচিব (অডিট ও আইন)মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

৬) উপসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৭) অফিস কপি/ মাস্টার কপি, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।

১৫-১০-২০১৯

ড. মো: মহাতাব হোসেন
সংযুক্ত কর্মকর্তা (আইন)